হবে।

অমর্ত্য সেনের উন্নয়নের তত্ত্ব (Amartya Sen on Development)

ভূমিকা : প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. অমর্ত্য সেন তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ *Development As Freedom* (2000)-এ উন্নয়ন সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণাবর উল্লেখ করেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে উন্নয়ন ধারণাটি পরম্পরাগত ধারণায় অর্থনীতির বিষয় হলেও আজকাল বিশেষ করে বিশ শতকের ছয়ের দশকের পর থেকে একে একটি ব্যাপক ধারণা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। অর্থাৎ উন্নয়ন বিষয়টি অর্থনীতি ছাড়া রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে আমরা যখন বলি যে একটি দেশ উন্নয়নের আওতায় এসেছে বা উন্নতি হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক দিকগুলিও এর এক্তিয়ারে এসে গেছে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন উন্নয়ন কথাটি/ধারণাটি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে প্রশাসন বা উন্নয়ন প্রশাসন সরাসরিভাবে উপস্থিত হয়নি এবং উন্নয়নকে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করে একটি অন্য ধরনের তাত্ত্বিক কাঠামো প্রস্তুত করা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। উপর্যুক্ত গ্রন্থে তিনি উন্নয়নকে স্বাধীনতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেছেন। অধ্যাপক সেন তাঁর বই-এর ভূমিকায় (Preface) বলেছেন যে বর্তমানে আমরা তুলনাহীন সম্পদ এবং প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছি যা মানুষ এক শতক আগেও ভাবতে পারেনি। একই সঙ্গে বিশ্বের নানা স্থানে গণতন্ত্র ও সরকারি কাজে জনগণের অংশগ্রহণের পরিধিও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই পাশাপাশি আমরা কী দেখছি? তাঁর কথাতেই বলা যাক : And yet we also live in a world with remarkable deprivation, destiution and oppression. প্রাচুর্যের পাশাপাশি অবস্থান করছে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বঞ্চনা। রাজনীতিক ও অন্যান্য স্বাধীনতা থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত। মৌলিক স্বাধীনতা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাগ্যে জোটে না। একে উন্নয়ন বলা যায় না।

উন্নয়নের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Development)

ড. অমর্ত্য সেন উন্নয়নের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন : জনগণ যে সমস্ত প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করে তাদের সম্প্রসারণকে উন্নয়ন বলা যেতে পারে। স্বাধীনতার অ-বাস্তবায়ন থাকলে তাকে কোনোভাবেই উন্নয়ন বলা যাবে না। তাঁর মতে এটি হল সত্যিকারের উন্নয়ন কারণ উন্নয়ন সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হলে মোট জাতীয় উৎপাদনকে (gross national product) এবং তার বৃদ্ধিকে বোঝাবে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে উন্নয়ন হল স্বাধীনতার বৃদ্ধি। শুধু তাই নয় স্বাধীনতার পরিপন্থী যে সমস্ত উপাদান আছে সেগুলির অপসারণ ঘটলে আমরা বলব যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রশ্ন হল কেন স্বাধীনতাকে উন্নয়নের লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার অন্যতম সোপান বলা হয়েছে? তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে অধ্যাপক সেন বলেছেন (পৃ. ৪) যে একমাত্র স্বাধীনতাই ব্যক্তিকে উন্নয়ন কতখানি হয়েছে তার মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ সরকার বা প্রশাসন যদি দাবি করে বসে যে সমাজে বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়েছে তা হলে সেই দাবি পর্যাপ্ত এবং সঠিক বলে বিবেচিত হবে না যদি তা জনগণের মূল্যায়নে সঠিক বলে প্রতিপন্ন হয় এবং জনগণের স্বাধীনতাই উন্নয়নকে মূল্যায়িত করতে সাহায্য করে। অধ্যাপক সেন একে মূল্যায়নমূলক (evaluative) কারণ বলেছেন। স্বাধীনতার সম্প্রসারণকে কেন উন্নয়ন বলা হবে তার আর একটি কারণ তিনি বলেছেন : জনগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে/স্বাধীনভাবে যে সমস্ত সংগঠন/সংস্থা গড়ে তোলে যে-কোনো প্রকার উন্নয়নেই তারা মুখ্য বা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সংগঠনগুলি যদি স্বাধীনভাবে কাজ করার কোনো সুযোগ না পায় তাহলে উন্নয়ন কীভাবে হয়েছে বলে মনে করা হবে। অতএব উন্নয়ন ও স্বাধীনতাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ধরা যায় না। তিনি এই শেষোক্ত কারণটিকে (সংগঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন) কার্যকরকারণ বা effective reason নামে অভিহিত করেছেন।

সমাজে কখনও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুতরাং ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে উন্নয়ন প্রশাসনের উচিত সম্পদ বৃদ্ধি এবং তার সুষমবণ্টনের প্রতি নজর দেওয়া। এই কাজের জন্য যদি প্রয়োজন হয় সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর সংশোধন বা পরিবর্তন সাধন—সে কাজও উন্নয়ন প্রশাসনকে তৎপরতার সঙ্গে করতে হবে।

অমর্ত্য সেনের উন্নয়নের তত্ত্ব (Amartya Sen on Development)

ভূমিকা : প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. অমর্ত্য সেন তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ *Development As Freedom* (2000)-এ উন্নয়ন সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণাবর উল্লেখ করেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে উন্নয়ন ধারণাটি পরম্পরাগত ধারণায় অর্থনীতির বিষয় হলেও আজকাল বিশেষ করে বিশ শতকের ছয়ের দশকের পর থেকে একে একটি ব্যাপক ধারণা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। অর্থাৎ উন্নয়ন বিষয়টি অর্থনীতি ছাড়া রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে আমরা যখন বলি যে একটি দেশ উন্নয়নের আওতায় এসেছে বা উন্নতি হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক দিকগুলিও এর এক্তিয়ারে এসে গেছে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন উন্নয়ন কথাটি/ধারণাটি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে প্রশাসন বা উন্নয়ন প্রশাসন সরাসরিভাবে উপস্থিত হয়নি এবং উন্নয়নকে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করে একটি অন্য ধরনের তাত্ত্বিক কাঠামো প্রস্তুত করা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। উপর্যুক্ত গ্রন্থে তিনি উন্নয়নকে স্বাধীনতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেছেন। অধ্যাপক সেন তাঁর বই-এর ভূমিকায় (Preface) বলেছেন যে বর্তমানে আমরা তুলনাহীন সম্পদ এবং প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছি যা মানুষ এক শতক আগেও ভাবতে পারেনি। একই সঙ্গে বিশ্বের নানা স্থানে গণতন্ত্র ও সরকারি কাজে জনগণের অংশগ্রহণের পরিধিও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই পাশাপাশি আমরা কী দেখছি? তাঁর কথাতেই বলা যাক : And yet we also live in a world with remarkable deprivation, destiution and oppression. প্রাচুর্যের পাশাপাশি অবস্থান করছে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বঞ্চনা। রাজনীতিক ও অন্যান্য স্বাধীনতা থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত। মৌলিক স্বাধীনতা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাগ্যে জোটে না। একে উন্নয়ন বলা যায় না।

উন্নয়নের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Development)

ড. অমর্ত্য সেন উন্নয়নের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন : জনগণ যে সমস্ত প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করে তাদের সম্প্রসারণকে উন্নয়ন বলা যেতে পারে। স্বাধীনতার অ-বাস্তবায়ন থাকলে তাকে কোনোভাবেই উন্নয়ন বলা যাবে না। তাঁর মতে এটি হল সত্যিকারের উন্নয়ন কারণ উন্নয়ন সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হলে মোট জাতীয় উৎপাদনকে (gross national product) এবং তার বৃদ্ধিকে বোঝাবে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে উন্নয়ন হল স্বাধীনতার বৃদ্ধি। শুধু তাই নয় স্বাধীনতার পরিপন্থী যে সমস্ত উপাদান আছে সেগুলির অপসারণ ঘটলে আমরা বলব যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রশ্ন হল কেন স্বাধীনতাকে উন্নয়নের লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার অন্যতম সোপান বলা হয়েছে? তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে অধ্যাপক সেন বলেছেন (পৃ. ৪) যে একমাত্র স্বাধীনতাই ব্যক্তিকে উন্নয়ন কতখানি হয়েছে তার মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ সরকার বা প্রশাসন যদি দাবি করে বসে যে সমাজে বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়েছে তা হলে সেই দাবি পর্যাপ্ত এবং সঠিক বলে বিবেচিত হবে না যদি তা জনগণের মূল্যায়নে সঠিক বলে প্রতিপন্ন হয় এবং জনগণের স্বাধীনতাই উন্নয়নকে মূল্যায়িত করতে সাহায্য করে। অধ্যাপক সেন একে মূল্যায়নমূলক (evaluative) কারণ বলেছেন। স্বাধীনতার সম্প্রসারণকে কেন উন্নয়ন বলা হবে তার আর একটি কারণ তিনি বলেছেন : জনগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে/স্বাধীনভাবে যে সমস্ত সংগঠন/সংস্থা গড়ে তোলে যে-কোনো প্রকার উন্নয়নেই তারা মুখ্য বা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সংগঠনগুলি যদি স্বাধীনভাবে কাজ করার কোনো সুযোগ না পায় তাহলে উন্নয়ন কীভাবে হয়েছে বলে মনে করা হবে। অতএব উন্নয়ন ও স্বাধীনতাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ধরা যায় না। তিনি এই শেষোক্ত কারণটিকে (সংগঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন) কার্যকরকারণ বা effective reason নামে অভিহিত করেছেন।

স্বাধীনতার প্রকৃতি ও উন্নয়ন (Nature of Freedom and development)

আজ পর্যন্ত অনেক প্রকার স্বাধীনতার কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেছেন। কিন্তু উন্নয়নের হাতিয়ার নামে যে সমস্ত হাতিয়ার পরিচিত তাদেরকে তিনি স্বতন্ত্র আসনে বসিয়েছেন। এই স্বাধীনতাগুলি তাঁর মতে প্রকৃত স্বাধীনতা (subsiantive freedoms)। প্রকৃত স্বাধীনতাগুলি হল : রাজনীতিক অংশগ্রহণের স্বাধীনতা, প্রাথমিক শিক্ষালাভের স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে মৌলিক প্রয়োজনের সন্তুষ্টিবিধান, বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়ার স্বাধীনতা, অনাহার/ক্ষুধা থেকে মুক্তিলাভের স্বাধীনতা, অপুষ্টি থেকে মুক্তিলাভের স্বাধীনতা ইত্যাদি। লক্ষ করার বিষয় হল ওপরে আমরা যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করলাম সেগুলির সঙ্গে উন্নয়ন ধারণাটি নিবিড়ভাবে জড়িত। কারণ সমাজের গরিষ্ঠসংখ্যক নাগরিক ক্ষুধা, অনাহার, বঞ্চনা, রোগ, দারিদ্র্য ইত্যাদির শিকারে পরিণত হলে আমরা কোনোভাবেই বলব না যে সমাজের উন্নতি সাধিত হয়েছে। ড. সেন বলেছেন : These substantive freedoms are among the *constituent components* of development ..... these freedoms are also very effective in contributing to economic progress. (পৃ. ৫)। বিশ্বে এমন অনেক দেশ আছে যে সমস্ত দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় বা মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন অনেক বেশি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন অত্যন্ত হতাশাজনক। এর অন্যতম কারণ হল জাতীয় আয় ও জাতীয় উৎপাদনের কলেবর বিশাল হতে পারে, কিন্তু সেই আয় ও সম্পদ সমাজের মুষ্টিমেয় অল্প কয়েকজনের ভোগে ব্যয়িত হয়। অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিত। অধ্যাপক সেনের বক্তব্য হচ্ছে যারা দরিদ্র বা শিক্ষার অভাবে ভুগছে তারা তাদের অভাব অন্য কারোর নিকট জানাতে পারছে না প্রতিকারের জন্য। অতএব প্রতিবাদ হল প্রতিকারের অন্যতম হাতিয়ার। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা তাদের মুখ থেকে বেরোয় না কারণ সে অধিকার বা স্বাধীনতা তাদের নেই। লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির জনসাধারণ যে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে আছে তা লক্ষ করে ড. সেন উপর্যুক্ত মন্তব্য করেছেন। এই সমস্ত দেশের সম্পদের সমবণ্টন অনুপস্থিত এবং তার প্রতিবাদ করার মতো স্বাধীনতা জনগণ ভোগ করতে পারে না।

কীভাবে স্বাধীনতা উন্নয়নে সহায়তা করে (How Freedom Helps Development)

উন্নয়ন সম্বন্ধে সেন মডেলের একেবারে গোড়ার কথাটি তাঁর কথাতে বললে স্পষ্ট হয়ে যাবে : Expansion of freedom is viewed as both (1) the primary end and (2) the principal means of development. They can be called respectively the constitutive role and the instrumental role of freedom in development. ড. সেন বলেছেন যে স্বাধীনতার সম্প্রসারণ হল উন্নয়নের একেবারে প্রাথমিক লক্ষ্য। অর্থাৎ ব্যক্তি যদি পুরোমাত্রায় স্বাধীনতা না পায় তাহলে বিকাশ ঘটেছে বলে কোনোভাবে মনে করা হবে না। বিকাশের উদ্দেশ্যই হল স্বাধীনতার পরিধি বাড়িয়ে তোলা। আবার এই প্রকৃত স্বাধীনতাকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে ও যায়। কার উপায়? উন্নয়ন অর্জনের উপায়। স্বাধীনতা মানুষের মনে চেতনা জাগায়, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে এবং কীভাবে অভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তার পথ বাতলে দিতে সাহায্য করে। সুতরাং উন্নয়ন বিষয়ে সেন মডেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাধীনতা ব্যতিরেক উন্নয়নকে বাস্তবে পরিণত করা অসম্ভব। ড. সেন এই বলে সিদ্ধান্ত টেনেছেন : Development, in this view, is the process of expanding human freedoms, and the assessment of development has to be informed by this consideration. পৃ. ৩৬। উন্নয়ন ও স্বাধীনতা কদাপি বিপরীতমুখী নয়। কারণ স্বাধীনতার ঘাটতি থাকলে উন্নয়ন হয়েছে বলে মনে করা হবে না। আবার যদি এমন দাবি করা হয় যে উন্নয়ন হয়েছে অথচ ব্যক্তি প্রকৃত/মৌলিক স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণে ব্যর্থ। এমনকি অত্যন্ত ধনি ব্যক্তিও যদি স্বাধীনতা না পায় তাহলে মনে করা হবে যে সমাজ প্রকৃত উন্নয়নের স্বাদ পায়নি। সুতরাং উন্নয়ন হল সকল প্রকার বঞ্চনা থেকে মুক্তি। (The process of development has to include the removal of person's deprivation. p. 37.)

প্রশাসন কীভাবে উন্নয়নকে সাহায্য করে (How Administration Helps Development)

উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা যে সেন মডেলটির উল্লেখ করলাম তার সারকথা হল স্বাধীনতার পরিধির বিস্তৃতকরণ ব্যতীত উন্নয়ন কোনোভাবে সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হল কী কী উপায়ে এবং কার দ্বারা স্বাধীনতার পরিধিকে

বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে? আমরা মনে করি যে এখানেই জনপ্রশাসন/উন্নয়ন প্রশাসন এসে যাচ্ছে এবং প্রশাসনকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেই হবে। কারণ নাগরিক সংবিধান/আইন প্রদত্ত স্বাধীনতা কতটুকু পাবে তার অনেকখানি নির্ভর করছে প্রশাসনের ওপর। উপায় বা পর্যায়গুলি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায় :

১. শিক্ষার বিস্তৃতি নাগরিককে সচেতন করে তোলে এবং সচেতন নাগরিক অধিকার অর্জনের ব্যাপারে যত্নবান হয় এবং প্রয়োজন হলে লড়াকু মনোভাব অবলম্বনে অনীহা প্রকাশ করে না।

২. সংবিধান/আইন প্রদত্ত অধিকার/স্বাধীনতা যথাযথভাবে সংরক্ষিত। বাস্তবায়িত না হলে প্রশাসন সে ব্যাপারে তৎপরতা অবলম্বন করবে। অর্থাৎ অধিকার রক্ষার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা প্রশাসনের কাজ।

৩. নাগরিকের অধিকার/স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হলে সে যাতে কর্তৃপক্ষের নিকট বিনাবাধায় বিচারপ্রার্থী হতে পারে তার ব্যবস্থা প্রশাসন করবে। অর্থাৎ জনপ্রশাসনকে এমন এক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে যা নাগরিককে অধিকার পেতে সাহায্য করে। আজকাল "অম্বুডস্‌মান" ধরনের ব্যবস্থা বিশ্বের নানা দেশে প্রবর্তিত হয়েছে যার কাজ হল পাহারাদারদের কাজ করা। নাগরিক অধিকার/স্বাধীনতা লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করলে কর্তৃপক্ষ তৎপরতার সঙ্গে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করবে। নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা ও এদের সম্প্রসারণে প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে এবং সে দিকে লক্ষ রেখে প্রয়োজনে প্রশাসনের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

৪. উন্নয়ন হয়েছে কি হয়নি তার বিচার নাগরিক করবে এবং যে বিচার করবে স্বাধীনতা অবশ্যই তার থাকবে। এটি সফল স্বাধীনতার সফল রূপায়নের মাধ্যমে। এখানে জনপ্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

৫. উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত সরকার/উন্নয়ন প্রশাসন নেবে। কিন্তু যাদের জন্য এই উন্নয়ন তাদেরও মতামত প্রকাশের একটি সহজ পথ থাকা একান্ত প্রয়োজন। বিষয়টি একটু অন্যভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। উন্নয়ন প্রশাসন/জনপ্রশাসনে ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণের একটি ব্যবস্থা থাকবে, কারণ উন্নয়ন তাদের জন্য। সুতরাং, কী কী উপায়ে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে অথবা উন্নয়নের উপাদানগুলি কোত্থেকে আসছে তা জানার অধিকার জনগণের আছে। সুতরাং উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়টি কেবল সরকার বা প্রশাসনের নয়, জনগণের বিষয় এবং যে কারণে অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৬. আজকাল উন্নয়নের জন্য বিদেশি সাহায্য অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিদেশি সাহায্য একতরফাভাবে কল্যাণজনক এমন কথা বলা যায় না। সুতরাং, জনগণের জানার অধিকার আছে কী পরিমাণ সাহায্য এবং কোন্ কোন্ দেশ থেকে আসছে? অনেক সময় সরকার রাজনীতিক কারণে অথবা গোষ্ঠীস্বার্থের কথা চিন্তা করে সত্য গোপন করে এবং শেষ পর্যন্ত তা সমাজের ক্ষতিসাধন করে। এই পরিস্থিতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে সরকারের উচিত জনগণকে সবকিছু জানিয়ে দেওয়া। এখানে তথ্যের অধিকার (Right to Information) এসে যাচ্ছে, প্রতিটি নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার আছে এবং স্বাধীনতার উপস্থিতি একে বাস্তবায়িত করে তোলে।

৭. উন্নয়নের মূল রূপরেখাটি সরকার জনগণের সামনে তুলে ধরবে এবং জনগণের অধিকার থাকবে তথ্যাদি জানার। ফলে সরকার কোনো কিছুই গোপন করতে পারবে না। সরকার, প্রশাসন ও নাগরিক এই তিনের মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়াই উন্নয়নের রূপরেখা প্রস্তুত করবে এবং একে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

৮. সেন মডেল কেবল বঞ্চিতদের কথা বলেননি। এমনকি যাদের প্রাচুর্য আছে তারাও যেন স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না হয়। কারণ ধনি ব্যক্তিদেরও জানার অধিকার আছে উন্নয়নের প্রকৃতি কেমন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে সেন মডেল সরাসরিভাবে উন্নয়নের সঙ্গে জনপ্রশাসন বা উন্নয়ন প্রশাসনকে জড়িত না করলেও তিনি যে- ভাবে উন্নয়নের মডেল প্রস্তুত করেছেন তাতে প্রশাসন বা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। উন্নয়ন প্রশাসন বা সরকার বা সাধারণ প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া উন্নয়নের লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়।